গরুর তিন দিনের জ্বর চিকিৎসা

হাতিবান্দা এলাকায় কৃষকরা তিন দিনের জ্বরকে খোরামিনা রোগ বলে ।এটি একটি ভাইরাস জনিত এবং ছোয়াচে রোগ । কোন একটি এলাকায় গবাদি পশুর এই রোগ দেখা দিলে খুব তাড়াতাড়ী এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । তাই এই রোগের চিকিৎসার জন্য গ্রামের অনেক কৃষক জ্ঞানের হাটে আসেন পরামর্শ নিতে।

স্থানীয় দশ জন অভিজ্ঞ কৃষক ও আর টি ই দের নিয়ে একটি এফ জি ডি করা হয়। এফ জি ডি তে জানা গেছে আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে এই জ্বর হয়ে থাকে। এর লক্ষণগুলি নিম্নরুপ :

লক্ষনঃ

- গরুর শরীরে প্রচন্ড জ্বর থাকে (১০২-১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত)।
- গরু খাওয়া বন্ধ করে দেয়।
- গরুর মাথা নিচ করে ঝিমাতে থাকে।
- শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়
- যদি একবার কোথাও বসে পড়ে তবে উঠতে চায় না ।

আধুনিক চিকিৎসাঃ

গরু পুর্ণ বয়সের হলে পেনিসিলিন অথবা ট্রেট্রাসাইক্লিন ইনজেকশন যে কোন একটি (৫ থেকে ১০ মিলি) গরুর ঘাড়ের ব্যথা সারানোর জন্য প্যারাসিটামল (৫ থেকে ১০ মিলি) ইনজেকশন করলে খুব তাড়াতাড়ী ভাল ফল পাওয়া যায় । বাছুরের ক্ষেত্রে (৩ থেকে ৫ মিলি) ইনজেকশন করলে ভাল ফল হয় ।

ভেষজ চিকিৎসাঃ

১। বেল পাতা ১০০ গ্রাম,আদা ৫০ গ্রাম ও ক্ষেত পাপড়া ১০০ গ্রাম পরিমান নিয়ে ৪০০ মিলি লিটার পানিতে সিদ্ধ করে ১০০ মিলি লিটারে থাকতে সেটা আচ থেকে নামিয়ে ঠান্ডা হলে গুড়ের সংগে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে । দ্বিতীয় দিনেই গরুর জ্বর সেড়ে যাবে ।

২। মাথায় পানির পট্রি দিতে হবে এবং হালকা গরম পানি লবনসহ গরুর মুখ ধৌত করে দিতে হবে।

উপরোল্লিখিত তথ্যগুলি হাতীবান্দার স্থানীয় অভিজ্ঞ কৃষক,আর টি ই দের নিয়ে এফ জি ডির মাধ্যমে এবং রাজেন্দ্র লাইব্রেরী কলকাতা থেকে প্রকাশিত ডা: এইচ. কে.নিয়োগী'র হোমিও প্যাথিক ও এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সংক্রান্ত আধুনিক গো মহিষ পালন ও চিকিৎসা বই এর পৃষ্টা নং ২৫৬ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ।